নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা

Web-site : www.ecs.gov.bd

ই-মেইল : precs@dhaka.net

ফোন : ৮১২৪২০৫-৭ ফ্যাক্স : ৯১২৯৭৭৩

প্রেস ব্রিফিং - এপ্রিল ১৯, ২০০৭

প্রস্তাবিত খসড়া আচরণ বিধিমালা-২০০৭

এই বিধিমালা জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের জন্য অনুসরণীয় আচরণ বিধিমালা, ২০০৭ নামে অভিহিত হইবে।

বিষয় বা প্রসঙ্গের কিছু না থাকিলে এই আচরণ বিধিমালায়,-

(ক) "নির্বাচন পূর্ব সময়" বলিতে সংসদের মেয়াদ উত্তীর্ণ কিংবা সংসদ ভঙ্গ হইবার পর হইতে পরবর্তী সংসদ নির্বাচনের নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণার তারিখ পর্যন্ত সময়কালকে বুঝাইবে;

(গ) "রাজনৈতিক দল" বলিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫২(১)-এ সজ্ঞায়িত রাজনৈতিক দল যাহা নির্বাচন কমিশনের সহিত নিবন্ধিত হইয়াছে উহাকে বুঝাইবে।

(ঘ) "যথাযথ কর্তৃপক্ষ" বলিতে সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কর্মকর্তা এবং মেট্রোপলিটন এলাকার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ কমিশনার।

কোন প্রার্থী কিংবা তাহার পক্ষ হইতে অন্য কোন ব্যক্তি নির্বাচন পূর্ব সময়ে উক্ত প্রার্থীর নির্বাচনী এলাকার মধ্যে বা অন্যত্র অবস্থিত কোন প্রতিষ্ঠানে প্রকাশ্যে বা গোপনে কোন প্রকার চাঁদা বা অনুদান প্রদান করিতে বা প্রদানের অঙ্গীকার করিতে পারিবে না কিংবা সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকায় কোন প্রকার উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের অঙ্গীকার করিতে পারিবে না :

তবে শর্ত থাকে যে, কোন রাজনৈতিক দলের জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের সার্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনা পেশ করিতে কোন বাধা থাকিবে না।

(২) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দল বা প্রার্থীর পক্ষে আয়োজিত সভা বা মিছিলের দিন, সময় ও স্থান সম্পর্কে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে।

(৩) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী দল কিংবা প্রার্থী সভা বা মিছিল করিতে চাহিলে এবং প্রস্তাবিত সভা বা মিছিলের বেশ পূর্বেই তাহার স্থান এবং সময় সম্পর্কে স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিতে হইবে, যাহাতে ঐ স্থানে চলাচল ও আইন-শৃংখলা রক্ষার জন্য পুলিশ প্রশাসন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে।

(৪) জনগণের চলাচলের বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে পারে এমন কোন সড়কে জনসভা, পথ সভা, মিছিল, ইত্যাদি করা যাইবে না।

(৭) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পোষ্টার, লিফলেট ও হ্যান্ডবিলের উপর অন্য কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পোষ্টার, লিফলেট ও হ্যান্ডবিল ইত্যাদি লাগানো যাইবে না।

(৭ক) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কিংবা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি নিম্নে উল্লিখিত স্থান বা যানবাহনে কোন প্রকার পোস্টার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল লাগাইতে পারিবে না, যথা-

(অ) সমগ্র সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থিত ইমারত এবং দেওয়াল বা যে কোন স্থাপনা ;

(আ) সমগ্র পৌর এলাকায় অবস্থিত ইমারত এবং দেওয়াল বা যে কোন স্থাপনা ;

(ই) সরকারী বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের স্থাপনা সমূহ; এবং

(ঈ) বাস, ট্রাক, ট্রেন, স্টিমার কিংবা অন্য কোন প্রকার যানবাহন: তবে শর্ত থাকে যে, কোন ইমারত বা স্থাপনা বা দেওয়াল ব্যতিত অন্যত্র পোস্টার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ঝুলাইতে বা টাংগাইতে কোন বাধা থাকিবে পারিবে না।

(৮) একজন প্রার্থী প্রতিটি ইউনিয়নে সর্বোচ্চ একটি এবং পৌর/সিটি এলাকায় প্রতি ওয়ার্ডে একটির অধিক নির্বাচনী ক্যাম্প স্থাপন করিতে পারিবেন না। কোন সড়ক কিংবা জনগণের চলাচল ও সাধারণ ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত স্থানে নির্বাচনী ক্যাম্প স্থাপন করা যাইবে না। নির্বাচনী ক্যাম্প যথাসাধ্য অনাড়ম্বর হইতে হইবে। নির্বাচনী ক্যাম্পে ভোটারগণকে কোনরূপ উপঢৌকন, খাদ্য ও পানীয় পরিবেশন করা যাইবে না।

(১০) নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যবহৃতব্য পোষ্টার ..... সাদা-কালো রঙের হইতে হইবে এবং উহার আয়তন কোন অবস্থাতেই ২৩˝x ১৮˝ -এর অধিক হইতে পারিবে না। পোস্টারে প্রতীক ও প্রার্থীর ছবি ছাপাইতে পারিবে। তবে প্রার্থী কোন রাজনৈতিক দলের মনোনীত হইলে বর্তমান দলীয় প্রধানের ছবিও ছাপানো যাইবে। পোস্টারে ছাপানো ছবি সাধারণ ছবি (Portrait) হইতে হইবে। পোস্টারের ছবিতে কোন অনুষ্ঠান, মিছিলে নেতৃত্বদান, প্রার্থনারত অবস্থা ইত্যাদিকোন অবস্থাতেই ছাপানো যাইবে না।

(১০খ) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনী প্রতীকের সাইজ, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ বা উচ্চতা কোনক্রমেই ৩ (তিন) মিটারের অধিক হইতে পারিবেন না।

(১৩) দেওয়ালে লিখিয়া কোন প্রকার নির্বাচনী প্রচারণা করা যাইবে না।

(১৩ক) নির্বাচনী প্রচারণার জন্য কাপড় দ্বারা তৈরি কোন ব্যানার, টুপি, শার্ট, গেঞ্জি ইত্যাদি ব্যবহার করা যাইবে না।

(১৩খ) নির্বাচনী প্রচারণায় কোন গেট বা তোরণ নির্মান করা যাইবে না কিংবা চলাচলের পথে কোন প্রকার ব্যারিকেড নির্মান করা যাইবে না।

(১৩গ) নির্বাচনী প্রচারণার জন্য ৪০০ বর্গফুট এর অধিক স্থান লইয়া কোন প্যান্ডেল নির্মাণ করা যাইবে না।

(১৩ঘ) নির্বাচনী প্রচারণার অংশ হিসাবে বিদ্যুতের সাহায্যে কোন প্রকার আলোক সজ্জা করা যাইবে না।

(১৪) নির্বাচনে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার সুবিধার্থে ভোটকেন্দ্রের নির্ধারিত চৌহদ্দির মধ্যে মোটর সাইকেল বা অন্য কোন যান্ত্রিক যানবাহন চালানো এবং আগ্নেয়াস্ত্র বা বিস্ফোরক দ্রব্য বহন করা যাইবে না। কোন সরকারী কর্মকর্তা কিংবা ব্যক্তি কোন নির্বাচনী কার্যক্রমে অবৈধ হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না।

(১৫ক) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা রাজনৈতিক দল বা তাহাদের পক্ষে কেহ নির্বাচনী প্রচার কার্যে হেলিকপ্টার বা অন্য কোন আকাশযান ব্যবহার করিতে পারিবেন না। তবে দলীয় প্রধানের যাতায়াতের জন্য হেলিকপ্টার ব্যবহার করা যাইবে কিন্তু যাতায়াতের সময় হেলিকপ্টারে লিফলেট, ব্যানার বা অন্য কোন প্রচার সামগ্রী, প্রদর্শন বা বিতরণ করা যাইবে না।

(১৭) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী দল কিংবা প্রার্থী নির্বাচনী প্রচারণাকালে ব্যক্তিগত চরিত্রহরণ করিয়া বক্তব্য প্রদান বা কোন ধরনের তিক্ত, উস্কানীমূলক এবং ধর্মানুভূতিতে আঘাত লাগে এমন কোন বক্তব্য প্রদান করিতে পারিবেন না।

(১৯) ভোটগ্রহণের জন্য নির্ধারিত দিনের ৩(তিন) সপ্তাহ সময়ের পূর্বে কোন প্রকার নির্বাচনী প্রচার শুরু করা যাইবে না।

(২০) কোন রাজনৈজিক দল বা প্রার্থী মসজিদ, মন্দির, গির্জা বা অন্য কোন ধর্মীয় উপাসনালয়ে কোন প্রকার নির্বাচনী প্রচারণা করিতে পারিবে না।

অর্থ, অস্ত্র, পেশীশক্তি কিংবা কোন ধরণের ক্ষমতা দ্বারা নির্বাচনকে প্রভাবিত করা যাইবে না।

ভোটকেন্দ্রে নির্বাচনী কর্মকর্তা-কর্মচারী, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, নির্বাচনী এজেন্ট, দেশী-বিদেশী পর্যবেক্ষক এবং কেবল ভোটারদেরই প্রবেশাধিকার থাকিবে। কোন রাজনৈতিক দলের বা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর কর্মীগণ ভোটকেন্দ্রের অভ্যন্তরে ঘোরাফেরা করিতে পারিবেন না। কেবল পোলিং এজেন্টগণ তাঁহাদের জন্য নির্ধারিত স্থানে উপবিষ্ট থাকিয়া তাঁহাদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করিয়া যাইবেন।

২৩.৪.০৭

বিঃদ্রঃ আন্ডার লাইন করা অংশসমুহ সংশোধিত/নতুন